নি | উ | ই | য় | র্ক

অস্ত্র মামলায় বাংলাদেশী ব্যবসায়ী

আকবর হায়দার কিরণ, *নিউইয়র্ক থেকে*

বাংলাদেশী ব্যবসায়ী এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী দীন মোহাম্মদ রানা সম্প্রতি অবৈধ অস্ত্রসহ নিউইয়র্ক পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। প্রবাসে বাংলাদেশীদের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। আদালতের নির্দেশে জামিনে ছাড়া পেয়ে রানা এখন যদিও মুক্ত, কিন্তু প্রবাসীদের ভেতর বিষয়টা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সাফল্য, সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, ঢালিউডে ভারতীয় নায়িকাদের হাত থেকে পদক গ্রহণ ইত্যাদি নানা কারণে বেশ সুপরিচিত দীন মোহাম্মদ রানা। ক'বছর আগে প্রচুর পয়সা খরচ করে 'সাপ্তাহিক কাগজ' প্রকাশ করে তিনি বেশ আলোচিত হন।

উত্তর আমেরিকা থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে প্রভাবশালী সাপ্তাহিক 'ঠিকানা' দীন মোহাম্মদ রানার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার এবং অব্যাহতি লাভের খবরটি বিস্তারিত প্রকাশ করে। খবরে প্রকাশ, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়েতে গাড়ি থামিয়ে বিপুল অস্ত্রসহ আটক করার সময় তার অন্যতম বন্ধু ও সহযোগী শহিদুল হক চৌধুরীও ছিলেন। পুলিশ তার বন্ধুর বিরুদ্ধেও বেআইনি অস্ত্র রাখা এবং তা দিয়ে কাউকে ঘায়েল করার মতলব আঁটার জন্য মামলা দায়ের করেছে।

নিউইয়র্ক পুলিশ দীন মোহাম্মদ রানা ও শহীদুল হক চৌধুরীকে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর আবার আদালতে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। কুইন্সের সহকারী ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি যোশেফ ব্রগেন জানান, এ দু'জন পিএল-২৬৫-০৩-০২ ধারায় বেআইনি অস্ত্র রেখে দ্বিতীয় ডিগ্রিতে গুরুতর অপকর্ম করেছেন।

আরো জানানো হয়, গাড়ি, বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আটককৃত আগ্নেয়াস্ত্রের ভেতর কিছু কিছু ছিলো গুলিভর্তি অবস্থায়। উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের ভেতর রয়েছে ইলেকট্রনিক্স ডর্ট গান, ইলেকট্রনিক্স স্টেনগান, গ্যাভিটি নাইফ, সুইচ ব্লেড নাইফ, কুংফুস্টারসহ আরো ডজনখানেক ভয়ানক দ্রব্যাদি।

পুলিশ আরো জানায়, ১১ মে পুলিশ তার গাড়ি তল্লাশি করে ৯ মিলিমিটার পিস্তলের দুই বাক্স গুলি উদ্ধার করে। আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা দীন মোহাম্মদ রানা ব্রুকলিনে প্রতিষ্ঠিত তার কোম্পানি মদিনা কর্পোরেশনের মাধ্যমে সুগন্ধী আতর, টুপি ইত্যাদি বিক্রি করে প্রচুর টাকা পয়সার মালিক হন। পাশাপাশি বাংলাদেশেও তিনি বেশ কিছু ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি এবং হোটেলের অন্যতম অংশীদার। যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ ছাড়া তাইওয়ানেও দীন মোহাম্মদ রানার ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে। মামলার সরকারি আইনজীবী জানান, যেহেতু মামলাটি এখন প্রি-ট্রায়াল পর্যায়ে রয়েছে, তাই বিস্তারিত কিছু প্রকাশ সম্ভব নয়।

সাপ্তাহিক ঠিকানা অবশ্য তাদের বিস্তারিত প্রতিবেদনের পাশাপাশি কুইন্সের এটর্নি অফিসের অফিসিয়াল অভিযোগনামাও ছাপিয়েছে। পুরো বিষয়টি প্রবাসীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ও কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে।

প্রবাসীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

নে | দা | র | ল্যা | ন্ড

অর্থনীতির রাজনীতি

'কে বলে অর্থনীতিবিদদের কৌতুকবোধ নেই?' টিচার্স রুমের নোটিশ বোর্ডে একটি A4 কাগজে লেখা ছিল, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় অর্থনীতি- যদি ২টি গরু দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে-

সমাজতান্ত্রিক- তোমার যদি ২টি গরু থাকে তাহলে দরিদ্র প্রতিবেশীকে ১টি দিয়ে দাও।

কম্যুনিজম- তোমার ২টি গরু আছে, সরকার দুটিই নিয়ে নিল এবং তোমাকে দিল একপোয়া করে দুধ।

ফ্যাসিজম- তোমার দুটি গরু ছিল, সরকার দুটোই নিয়ে নিল এবং তোমাকে কিছুই দিল না।

ব্যুরোক্র্যাসি- তোমার গরু দুটি সরকার নিয়ে একটিকে মেরে ফেলল, আরেকটা গরুর দুধ কাউকেও না দিয়ে অবহেলায় নষ্ট করল।

পুরনো ধনতান্ত্রিকতা- দুটি গরু ছিল। একটি গরুর বদলে ষাড় কেনা হলো। অপর গরু বিক্রি করে তার সুদ দিয়ে সমস্ত খরচ চলতে থাকল।

আমেরিকা অর্থনীতি- দুটি গুরুর একটি বিক্রি করা হলো, আরেকটার ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করা হলো যাতে সে চারটি গরুর সমান দুধ দেয়। অতিরিক্ত চাপে গরুটা মারা যাবে কি না সে খেয়াল কারো নেই।

জাপানের অর্থনীতি- দুটি গরুকে জেনেটিক ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে ১০ গুণ ছোট ও ২০ গুণ বেশি দুধ দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। গরুর কার্টুন (গরুমনস) বানিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া।

জার্মান অর্থনীতি- দুটি গরুকে জেনেটিক ম্যানিপুলেশনে ১০০টি গরু বানিয়ে তাদের মাসে একবার খাবার দেয়া ও দোয়ানো।

ব্রিটিশ অর্থনীতি- দুটি গরু, দুটোই পাগল।

ইটালিয়ান অর্থনীতি- দুটি গরু, কিন্তু তারা জানে না কোথায়.... তারপর স্প্যাগেটি খেতে যাওয়া।

রাশিয়ান অর্থনীতি- দুটি গুরু। গোনার পর দেখা গেল ৫টি, আবার গুনে দেখা গেল ৩০টি, নতুন করে গুনে দেখা গেল ১৭টি। তারপর গোনা বন্ধ করে সকালবেলা যাই চারণস্বর ভদকার বোতল খুলে গ্লাসে চুমুক দেয়া।

ফ্রান্সের অর্থনীতি- দুটি গরু, তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গরু।

সুইজাল্যান্ডের অর্থনীতি- ৫০০ গরুর একটিও তাদের নয়, অপরিচিত বিদেশীদের। এভাবে ধনী হওয়া।

ভারতীয় অর্থনীতি- দুটি গরুকে সকাল-বিকাল পূজা করা।

চীনা অর্থনীতি- দুটি গরুকে প্রতিদিন ৩০০ মানুষ দুইয়ে উচ্চ উৎপাদন করা।

- বাংলাদেশের বুদ্ধিমান পাঠকরাই বলতে পারবেন আমাদের অর্থমন্ত্রী দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছেন।

লাইজু মান নাহার
l.nahcr@hetnel.nl
lhaher@hetnt.nl, The Netherlands

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

info@shaptahik2000.com

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL

online store BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Company

TOKYO

www.baticrom.com

e¨wZµ‡gi we‡kl gj¨nvm

আংশিক মূল্য তালিকা :

কাতলা, মাগুর, শোল, নলা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
মলা, সাগরপোনা, কাকিলা, বাটা	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (কাচকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, ঘনিয়া, ছুরি, লটিয়া)	৪০০-৭০০ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মাংস (গরু, খাসী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসীর গোশ্ত (Beef/Mutton Cut Regular)	৮৫০ ইয়েন/কেজি

সীম, বরবটি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, ছোলাবুট)	৩১৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার CD/VCD/DVD	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৮০০-২৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!

সাধ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়

ই | টা | লি

ইউরোপে চায়নার বাজার

ইটালির বাণিজ্যিক রাজধানী মিলান শহরে অত্যন্ত সুন্দর একটি চত্বরের নাম Piazza Loretto. Piazza Loretto অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। ইটালিয়ানরা ২৫ এপ্রিলকে বিজয় দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। ঐ দিন সরকারি ছুটি। ২৫ এপ্রিল ইটালির স্বৈরশাসক মুসোলিনির হাত থেকে গণতন্ত্রের যে বিজয় হয়েছিল, সেই দিনটিকে তারা সবাই স্মরণ করে। Piazza Loretto-তে মুসোলিনিকে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।ক্যাফে, বার ইউরোপীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের অংশ। Piazza Loretto-র আশপাশের প্রায় সবগুলো বারের মালিকানাই চলে গেছে চাইনজিদের হাতে। চায়না ইউরোপের ভেতরে ও বাইরে কি পরিমাণ আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে তা ভাবাই যায় না। কিছুদিন আগে হয়ে গেল জুতা প্রস্তুতকারী শিল্প মালিকদের সম্মেলন। সেখানে চায়নার কারণে তাদের ব্যবসা খুবই খারাপ। ছোটখাটো হাজারো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।

Cat/Trevi-এর মতো বৈদ্যুতিক সামগ্রীর পুরনো ইটালি প্রতিষ্ঠান তাদের সামগ্রীও চায়না থেকে তৈরি করে এনে বাজারজাত করছে। ম্যাগডোনাল্ডসের মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের হ্যাপি মিলের বাচ্চাদের খেলনাগুলোরও ৯০% চায়না থেকে তৈরি হয়ে আসে। অভ্যন্তরের অনেক ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানও হাত বদলের পালায় চাইনিজদের হাতে চলে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে প্রচুর বেকার। কর্মসংস্থানের অভাবকে কাটিয়ে উঠতে চাইলে শুধু তৈরি পোশাকের ওপর নির্ভর না করে পুতুল, খেলনা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি করার অর্ডার ওদের কাছে থেকে নিতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পে আমরা যেমন সাফল্যের মুখ দেখেছি, ঠিক তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সাফল্যের মুখ দেখতে পারবো।

Shaheedul Islam
Piazza Unita'd Italia-2E
Vimercate-20059 (Mi), Italy,
Shakhi@yahoo.com

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

ট | রে | ন্টো

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যাভিনেতা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বাংলাদেশে একটি নীরব যুদ্ধ চলছে। সেটি হচ্ছে অপশক্তি মৌলবাদী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার সাংস্কৃতিক শক্তির যুদ্ধ। জঙ্গিবাদ সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে প্রগতিশীল শক্তির অস্তিত্ব হুমকির মুখে ঠেলে দিলেও প্রগতিশীল শক্তি সুসংগঠিত হয়ে বেগবান আন্দোলন শুরু করতে পারছে না।

mseabv Abô‡b cxhl e‡›`¨vcva¨vq

তিনি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখার জন্য কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র টরন্টো সফরে আসা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধিত করে আসছে। এটি ছিল তাদের সপ্তম আয়োজন। টরন্টোর সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মৌলবাদী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। আর সে জন্যেই জাহানার ইমামের মতো মৃত্যুপথযাত্রী মহিয়সী রমণীকে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজপথে নামতে হয়েছিল। সেই অসম্পূর্ণ লড়াই এখন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, সুশীল সমাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টরন্টোর বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অনন্ত আহমেদ। নাট্যকর্মী আহমেদ হোসেন পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচিতি তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় শক্তিমান এ অভিনেতার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন বাংলাদেশ থিয়েটার অব টরন্টোর হাবিবুল্লাহ দুলাল, সঙ্গীত শিল্পী আলিয়া শরাফী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গবেষক হাসান মাহমুদ, সাংবাদিক শওগাত আলী সাগর, লেখিকা মঞ্জুলী কাজী, পঞ্চম নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজক সুজয় কানুনগো। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোমা সাইদ, রুমা তাপস, সুজয় প্রমুখ।

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় তার জীবন, অভিনয়, বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধে তার অংশগ্রহণসহ বেড়ে ওঠার গল্প শোনান সমবেত সুধীদের। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা তার উপস্থাপনায় এতোটাই মন্ত্রমুগ্ধ ছিলেন যে ঘড়ির কাঁটা ১২টার ঘর পেরিয়ে ডানদিকে অনেকটা হেলে পড়লেও দর্শকদের অনুরোধের কমতি ছিলো না। আর সেই সব অনুরোধে সারা দিয়ে পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একে একে নিবেদন করেছেন গান, আবৃত্তি ও বিভিন্ন নাটকের সংলাপ।

ব্রি | ক | লে | ন

মসজিদে হামলা...

লন্ডনে সন্ত্রাসী হামলার পর সারা ব্রিটেনের মুসলিম কমিউনিটিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত চারজন ব্রিটিশ যুবক জড়িত থাকার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এ উদ্বেগ চরম আকার ধারণ করেছে। ৭ জুলাই

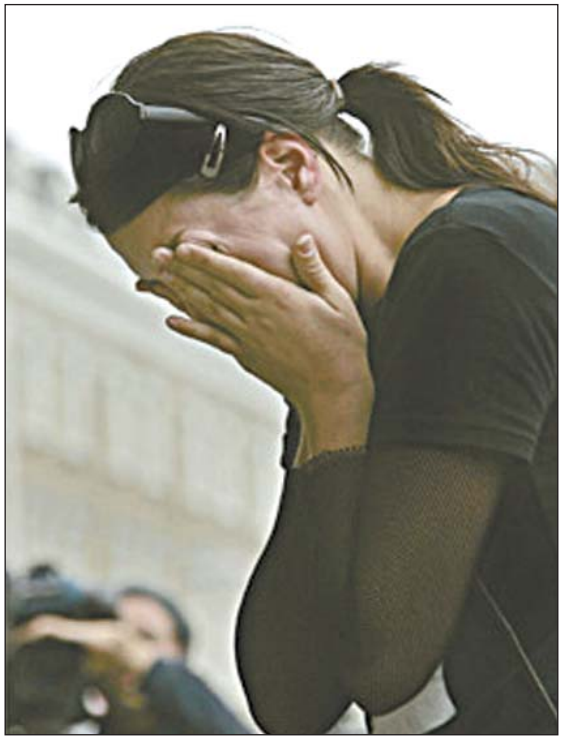

এখনও আতংক কাটেনি

সন্ত্রাসী হামলার পর বর্ণবাদী হামলায় একজন পাকিস্তানি নিহত হয়েছে। পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি গ্রিন, লিভারপুলের বার্কিনহেড, লিডস, টেলফোর্ড, ব্রিস্টল ও লন্ডনের মেরটনে মসজিদে হামলা-ভাঙচুর করেছে বর্ণবাদীরা। কয়েকটি মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। মসজিদগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পূর্ব লন্ডনের মাজহারুল উলুম মাদ্রাসা, লিভারপুলের বার্কিনহেড এলাকার শাহজালাল মসজিদ এবং লিডসের জামায়াত তাবলিগুল ইসলাম মসজিদে হামালা চালানা হয়। পূর্ব লন্ডন ও লিভারপুলের মসজিদ দুটি বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত। ৮ জুলাই গভীর রাতে পূর্ব লন্ডনের মাজহারুল উলুম মসজিদের সব কাচের জানালা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হয়। লিডস ও লিভারপুলের মসজিদ দুটোতে আগুন ধরানোর চেষ্টা করা হয়। লিভারপুল মসজিদের ওপর একটি ফ্ল্যাটের এক বাসিন্দা ধোঁয়ার কারণে সামান্য আহত হন। ১০ জুলাই নটিংহ্যাম বর্ণবাদী হামলায় নিহত হয়েছেন পাকিস্তানি নাগরিক কামাল রাজা বাট। তিনি ৬ সপ্তাহ যাবৎ নটিংহ্যামে বসবাস করছিলেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কামাল রাজা বাট ১০ জুলাই বাসার নিকটবর্তী একটি দোকান থেকে বাসায় ফিরছিলেন। দোকান ত্যাগ করার কিছুক্ষণ পর তাকে রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ এ ঘটনাকে বর্ণবাদী হামলা হিসেবে তদন্ত করছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

৭ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ত্রাসী হামলার পর সারা দেশে মুসলমান কমিউনিটির ওপর হামলা, হয়রানির শতাধিক ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। অনেক মসজিদে মুসল্লিরা যেতে ভয় পাচ্ছেন। লিডস থেকে একজন বাঙালি কমিউনিটি নেতা জানান, বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার মসজিদগুলো নামাজের সময় প্রায় ফাঁকা থাকে। অনেকেই সন্ধ্যার পর মসজিদে যেতে ভয় পান।

ব্রিটেনে মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রায় ১৮ লাখ। এর অধিকাংশই লন্ডনে বসবাস করেন। সন্ত্রাসী হামলার ফলে বেশির ভাগ মুসলমানই এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমান যাদের দাঁড়ি রয়েছে তারা এবং মহিলা যারা হিজাব ও বোরকা পরেন তাদের মধ্যে একটি ভীতি বিরাজ করছে।

এদিকে সন্ত্রাসী হামলার কারণে এশীয়দের ব্যবসায়ও বিরাট প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশীদের প্রাণকেন্দ্র ব্রিকলেনে প্রায় ৫০টি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট আছে। তাদের ব্যবসা প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে। ৮ জুলাই রাতে লিভারপুলের বার্কিনহেড এলাকার উইরাল ইসলামিক কালচারাল সেন্টার ও মসজিদে অগ্নিকান্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দু'জন শ্বেতাঙ্গকে পুলিশ খুঁজছে।

Ishaque Kazal
11. Globle Road
Startford, London
B.15, IRF. UK

কো | রি | য়া

আগস্টের পরই অবৈধ

কোরিয়াতে ট্রেইনি ছাড়া চলতি আগস্টের পর কারোরই আর ভিসা থাকছে না। ২৪টি দেশের প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক পর্যায়ক্রমে এ আগস্ট নাগাদ ভিসামুক্ত অবৈধ হয়ে পড়ছেন। জটিল এ পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের আরো ভয়াবহ সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে কোরিয়ার ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট। দিবানিশি ২৪ ঘণ্টা তারা অবৈধদের খোঁজে ফ্যাক্টরিসহ বিভিন্ন জায়গায় হানা দিচ্ছে। এর প্রধানতম কারণ চলতি আগস্ট- পরবর্তীতে বিপুলসংখ্যক লোকের অবৈধ হয়ে যাওয়া। কোরিয়ান সরকার সে দেশে বেশ ক'বার অবৈধদের বৈধ করে নিয়ে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে এবং শেষবার বৈধ করে নিয়ে বলেছিল আগস্ট ২০০৫-এর পর আর কারোরই ভিসার ভেলিড থাকবে না। সেহেতু পর্যায়ক্রমে শ্রমিকেরা যেন স্বীয় ভিসার নির্দিষ্ট মেয়াদের ভেতরেই কোরিয়া স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে। কিন্তু খুব কমসংখ্যক লোকই লোভনীয় বেতন ফেলে কোরিয়া ছেড়ে যায়। আর এভাবেই চলতি আগস্টের পর ট্রেইনি ছাড়া অবৈধ হচ্ছে সবাই। এমনি পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে রয়েছে আমাদের বাংলাদেশী শ্রমিকেরা। কারণ এদের প্রায় সবাই অবৈধ হয়ে বসে আছে। এদের মাথার ওপর কোনো ছায়া নেই। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ এখানকার বাংলাদেশ হাইকমিশনের এমনি জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়।

জাহিদ ইকবাল
Tae kwang smc, 20-1, joong San Ri
Iwol Myun, Jincheon Gun
Chung bok-do, Korea-365-822